ওয়ারফেইজ ব্যান্ডের প্রাক্তন কণ্ঠশিল্পী জনাব মিজান কর্তৃক বিনা অনুমতিতে

ব্যান্ডের স্বত্ত্বাধীন গানের পরিবেশনা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত

দেশের জনপ্রিয় সংগীত ব্যান্ড 'ওয়ারফেইজ'-এর দলনেতা ও ড্রামার শেখ মনিরুল আলম টিপু কপিরাইট অফিসে দাখিলকৃত এক অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পত্র ও নিজ বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন যে 'ওয়ারফেইজ' সংগীত ব্যান্ডটি ১৯৮৪ সনে গঠিত এবং ১৯৯১ সনে এর প্রথম এ্যালবাম প্রকাশিত হয়। বিগত ৩৪ বছরের পথ পরিক্রমায় ওয়ারফোইজ এর লাইনআপ অনেকবার পরিবর্তিত হয়। ১৯৯৯ সনে তৎকালীন প্রধান ভোকাল মি.সঞ্জয় কামরান ব্যক্তিগত কারণে দল ত্যাগ করলে মি. মিজানুর রহমান মিজান (বিবাদী) প্রধান ভোকাল হিসেবে ওয়ারফেইজে যোগ দেন। ব্যক্তিগত কারণে তিনি ২০০২ সনে দল ত্যাগ করে পুনরায় ২০০৭ সনে দলে যোগ দেন। কিন্তু ২০১৬ সনের এপ্রিলে আবার তিনি স্বেচ্ছায় ওয়ারফেইজ ব্যান্ড দল ছেড়ে চলে যান। ব্যান্ডে তিনি কেবল প্রধান ভোকাল এর দায়িত্বে ছিলেন। ব্যান্ডে থাকা অবস্থায় 'বেওয়ারিশ' শিরোনামের একটি গান তিনি সুর করেন। এছাড়া যৌথভাবে 'অমানুষ' শিরোনামের আরেকটি গানেরও তিনি সুর করেন। কিন্তু এ গান দুটির গীতিকার হলেন মি.আশিকুর রহমান, কমল ও কুশল। এ দুটি ছাড়া ওয়ারফেইজ ব্যান্ডের অন্য কোন গানের সুর বা রচনার সংগে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু দল ত্যাগ করার পরও ওয়ারফেইজ ব্যান্ড দলের কোন অনুমতি ছাড়া তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাধারণ মানের গতানুগতিক শিল্পীদের নিয়ে ওয়ারফেইজের বিভিন্ন গান পরিবেশন করছেন। ফলে ওয়ারফেইজ ব্যান্ড দলকে সুনাম নষ্টের পাশাপাশি আর্থিকভাবেও ক্ষতির সম্মুক্ষীণ হতে হচ্ছে। গীতিকার ও সুরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে এ ধরণের পরিবেশনা কপিরাইট আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে শুনানিতে বিবাদী জনাব মিজান বলেন, সুদীর্ঘ ২০ বছর ধরে যে গানগুলো নিজ কণ্ঠে পরিবেশন করে শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছেন, সে গানগুলো গাইবার অধিকার কি তার নেই? বক্তব্যে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সংশ্লিষ্ট গীতিকার ও সুরকার যদি নিষেধ করেন, তাহলে তিনি গানগুলো আর পরিবেশন করবেন না।

উভয়পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত ডকুমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করা হলো। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ এ্যালবামগুলো ব্যান্ডদল ওয়ারফেইজের নামে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনকৃত। যার কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ হলোঃ (১) মহারাজ-৮৭৩৫-কপার তারিখ ৩১/১০/২০০৪ (২) ওয়ারফেইজ-৯২৫৮কপার তারিখ-৩১/১০/২০০৫ (৩) অবাক ভালবাসা-৯২৫৯ কপার তারিখ ৩১/১০/২০০৫ (৪) জীবনধারা-৯২৬০ কপার তারিখ ৩১/১০/২০০৫ (৫) অসামাজিক-৯২৬১ কপার তারিখ ৩১/১০/২০০৫ (৬) আলো-৯২৬২ কপার তারিখ ৩১/১০/২০০৫ (৭) পথ চলা-১১৫৭৮-কপার তারিখ ১৬/০২/২০১০ এবং (৮) সত্য-১৪৭৭৬ কপার ০৬/১০/২০১৬

ওয়ারফেইজ ব্যান্ড কর্তৃক প্রকাশিত এ্যালবামের সংখ্যা ০৮ টি। এ ০৮ টি এ্যালবামের গানের মোট সংখ্যা ৮৬টি। এছাড়া সিঙ্গেলস রয়েছে আরো ০৫টি গানের। এ ৯১টি গানের মধ্যে 'বেওয়ারিশ' ও 'অমানুষ' শিরোনামের ০২টি গান ব্যতীত অবশিষ্ট সব গানেরই গীতিকার ও সুরকার হলেন ওয়ারফেইজ ব্যান্ড দলের অন্যান্য সদস্যগণ। তবে ঐ ০২টি গানেরও গীতিকার হলেন ওয়ারফেইজ দলের অন্য তিনজন সদস্য জনাব আশিকুর রহমান, কমল ও কুশল। এছাড়া 'বেওয়ারিশ' শীর্ষক গানটির সুরকার এককভাবে জনাব মিজান হলেও 'অমানুষ' শীর্ষক গানটির সুরকার যৌথভাবে মি. মিজান, অনি, ও কমল। কিন্তু সবগুলো এ্যালবামের গানসমূহ ওয়ারফেইজ ব্যান্ডের নামে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনকৃত। ওয়ারফেইজ ব্যান্ডের অধিকাংশ গানের গীতিকার ও সুরকার মি. ইব্রাহিম কমল আহমেদ, শামস মনসুর গণি, বাবনা, ইমতিয়াজ সুমন ও বাদী লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, তাদের ও ওয়ারফেইজ ব্যান্ড কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তাদের গান কোন ব্যক্তি কর্তৃক বানিজ্যিক পারফরমেন্স অথবা রেকর্ডিং করা হলে তা কপিরাইট আইন অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

কপিরাইট আইনের ২(২৪) ধারা অনুযায়ী যে কোন গানের প্রণেতা বা কপিরাইটের অধিকারী হলেন- গীত রচয়িতা হিসেবে গীতিকার ও স্বরলিপি রচয়িতা হিসেবে সুরকার। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন অনুসারে কণ্ঠশিল্পী কখনই কোন গানের কপিরাইটের অধিকার লাভ করেন না। তিনি কেবল পারফর্মার হিসেবে রিলেটেড রাইটের অধিকারী হন। যে কোন গানের গীতিকার ও সুরকার হলেন First Right বা প্রথম স্বত্বের অধিকারী এবং সাধারণত সুরকারই কণ্ঠশিল্পী নির্ধারণ করে থাকেন। অর্থাৎ সর্বপ্রথম গানটি কে পরিবেশন করবেন। কিন্তু কণ্ঠশিল্পীর অধিকার তার নির্দিষ্ট পারফরমেন্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এছাড়া প্রণেতার মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকার লাভ করে প্রণেতার ক্ষমতা বা অধিকারকে খর্ব, সীমাবদ্ধ বা বারিত করা যায় না। এ কারণে গীতিকার ও সুরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে প্রকাশিত কোন গান পুনরায় অন্য কোন উপায়ে বাণিজ্যিকভাবে পরিবেশন করা হলে বাংলাদেশ কপিরাইট আইনের ৭১ ধারা অনুযায়ী কপিরাইট লঙ্ঘন মর্মে বিবেচিত হবে; যা কপিরাইট আইনের ৮২ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য।

বাংলাদেশ কপিরাইট আইনের ৬০ ধারা অনুযায়ী ওয়ারফেইজ ব্যান্ডের নামে রেজিস্ট্রিকৃত এ্যালবামের গানগুলোর বর্তমানে একমাত্র স্বত্বাধিকারী ওয়ারফেইজ ব্যান্ড। এখন এ গানগুলো যে কেউ বাণিজ্যিকভাবে পরিবেশন করতে গেলে ওয়ারফেইজ ব্যান্ড কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।

অধিকন্তু বিবাদী এককভাবে একটি মাত্র গানের সুরকার এবং যৌথভাবে আরেকটি গানের সুরকার। কিন্তু এ গান দুটিরও গীতিকার তিনি নন। অন্যান্য সব গানেরই গীতিকার ও সুরকার হলেন ব্যান্ডের অন্যান্য সদস্যগণ। এ কারণে তিনি একসময়ে গানগুলোর প্রথম পরিবেশনকারী হওয়া সত্ত্বেও গানগুলো নতুনভাবে পরিবেশন করতে হলে, এর প্রণেতা অর্থাৎ গীতিকার ও সুরকারের অনুমতির প্রয়োজন হবে। বিবাদী নিজেও জানান যে সংশ্লিষ্ট গীতিকার ও সুরকার যদি নিষেধ করেন, তাহলে তিনি গানগুলো আর পরিবেশন করবেন না।

এক্ষেত্রে কপিরাইট আইনের ৭৮ ধারায় প্রণেতাকে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা প্রনিধানযোগ্য। এ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রণেতা অর্থাৎ গীতিকার বা সুরকার নিজের গানের বিষয়ে সম্মান ও সুখ্যাতি ক্ষুন্ন হওয়ার কারণে বিনা অনুমতিতে পরিবেশনের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি কিংবা পরিবেশনা বন্ধ করার অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

অতএব আদেশ হয় যে, বিবাদী কর্তৃক অবৈধ পরিবেশনা সংক্রান্ত কপিরাইট লঙ্ঘনের বিষয়ে বাদী কপিরাইট আইনের ৯৩ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্মকর্তার নিকট ফৌজদারী মামলা অথবা ৭৬ ধারা অনুযায়ী দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করার অধিকারী।

০৭.০১.১৯

(জাফর রাজা চৌধুরী)
রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইট